61

আজকের কাগজ

তারিখ 26 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

প্রসঙ্গ ঃ সাক্ষরতার হার কর্মসূচি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ নিরক্ষর এবং আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে কি-না দেশের লোককে আজ সেটা ভাবিয়ে তুলেছে। যদিও সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ করে নতুন একটি বিভাগ প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এ বিষয়ে যে অগ্রগতি লাভ করেছেন বা লাভবান হচ্ছেন তা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকেন। এ ব্যাপারে সর্বত্র দৃষ্টি দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না বলেই ২০০০ সাল নাগাদ এত স্বল্প সময়ের মধ্যে সবার জন্যে শিক্ষা নিশ্চিত কি করে হবে? তা ছাড়া সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ বা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের নিকট লেখাপড়া বা নিরক্ষরতা দূরীকরনের জন্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বলতে কিছুই নেই। যা-ও আছে, তা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ না হয়ে পিছনের পথে চলে যায়। পাশাপাশি নিরক্ষরতার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল বিভাগে নিরক্ষরতা দূর করার নামে চলে প্রকল্প বেচাকেনার ব্যবসা। তবে এনজিও বা বেসরকারী সংগঠনগুলো গ্রাম-গঞ্জে নিরক্ষরতা দূরীকরনে যথেষ্ট সাফল্য দেখাতে পেরেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের গাফিলতি, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি ও সর্বোপরি শিক্ষার হার বৃদ্ধির নামে বৈদেশিক সাহায্য বা অনুদানপ্রাপ্তের প্রকল্পগুলো সঠিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে না দিয়ে প্যাড সীল সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান বা অবৈধভাবে বেচাকেনার কারণে বাস্তবে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে তেমন কোন অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। তাই ধারণা করা হচ্ছে আগামী ২ হাজার সাল নাগাদ দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা প্রায় সাত কোটি পর্যন্ত গড়াবে।

আমাদের মত দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশের জন্যে শিক্ষার গুরুত্ব যে কত বেশি তা নিশ্চয়ই নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে জ্যামিতিকহারে। অথচ স্বাক্ষর মানুষের সংখ্যা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বরং দিন দিন নিরক্ষর মানুষের সংখ্যাই উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে প্রশ্ন ওঠে, তবু কেন আমরা শিক্ষা, জনসংখ্যা, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে এখনও আশানুরূপ সাফল্য বা অগ্রগতি অর্জন করতে পারছি না। অথচ একে একে একুশটি বছর কেটে গেছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর। এক নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্যে এ সময়কাল যথেষ্ট না হলেও কম নয়। এ সময়কালে মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা একশ' ভাগ না হোক, পঞ্চাশ ভাগ অন্ততঃ শিক্ষিত হতে পারতো। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে মাত্র শতকরা ২৪ ভাগের মত। এটা নিশ্চয়ই গরীব দেশ হিসেবে আমাদের জন্যে খুবই হতাশার ব্যাপার, তাই আমাদের ধারণা, শিক্ষা বিস্তার ও এর মান উন্নয়নে এ যাবৎ গৃহিত সকল পদক্ষেপ বা ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়ন হলে দেশে সাক্ষর লোকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেতো। নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে অতীতে যে গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল তা একরকম প্রায় বন্ধ হয়ে চলছে।

তাই আজ আমাদের দেশে সবার আগে প্রয়োজন শিক্ষার আরো প্রসার কর্মসূচী নয় - প্রয়োজন বাস্তবে রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা।

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি
ইন্টারন্যাশনাল পেন পলস ক্লাব,
ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪